ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৬৭০

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর,২০১৯

অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের দ্বারোদঘাটন
সেবার মানসিকতাই মানুষকে সেবা করার সুযোগ তৈরি করে দেয় : মুখ্যমন্ত্রী

সেবার মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মিলে। পরিস্থিতি যত চ্যালেঞ্জিং, সেবার ক্ষেত্র তত বেশি সম্প্রসারিত। তা প্রমাণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক কঠিন পরিস্থিতি থেকে দেশকে তিনি নতুন দিশা দেখাচ্ছেন। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথেই রাজ্যকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই এ পথে এগিয়ে যেতে হবে। আজ আগরতলার জিবি হাসপাতালে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের দ্বারোদঘাটন করে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, মানুষকে সেবা করার জন্য কে কোন অবস্থানে রয়েছে তা মুখ্য নয়। সেবার মানসিকতাই মানুষকে সেবা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। রাজনীতির অঙ্গনে থেকেও মানুষের সেবা করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তবে রাজনীতির এই ক্ষেত্রটাকে সেবামূলক মানসিকতায় ব্যবহার করতে হবে। রাজনীতির জন্য যারা এটা ব্যবহার করেন, তারাই নেতিবাচক সমালোচনার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, গঠনমূলক সমালোচনা সমৃদ্ধিশালী গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তা সকলেই অনুধাবন করতে পারবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে ১৪-২০ সেপ্টেম্বর 'সেবা সপ্তাহ' উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হচ্ছে। এই সেবা সপ্তাহে মানুষের সেবায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামে এই ক্যান্সার হাসপাতালটি সমর্পিত করতে পেরে তিনি খুশী ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত এই ক্যান্সার হাসপাতালটি নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত করেন। এই জন্য তিনি প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সময়ের চক্রে আজ অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো সহ হাসপাতালটি মানুষের চিকিৎসার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, সময়ের সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সময় চক্রকে যারা বুঝেন না তারা ৩৭০ ও ৩৫(এ) ধারা বিলোপের অর্থ সম্পর্কেও বুঝতে চান না। বুঝতে চান না তিন তালাক প্রথা বিলোপের সুফল সম্পর্কে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তিন তালাক প্রথা বিলোপ করে দেশের মহিলা স্ব-শক্তিকরণে দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছেন, তারও সমালোচনা করা হচ্ছে। হিন্দি ভাষা দিবস উপলক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হিন্দিভাষাকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন, তারও সমালোচনা হচ্ছে। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তার গুরুত্বও রয়েছে। নিজ নিজ ভাষাকে ব্যবহার করে পৃথিবীর বহু দেশ উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছে গেছে। তাই প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভাষাকে সম্মান করা উচিৎ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসাক্ষেত্রেও ভাষার গুরুত্ব রয়েছে। চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগীদের ভাষা বুঝতে হবে। রোগীরা যে ভাষায় কথা বলে, তাদের সাথে সেই ভাষায় কথা বলতে হবে। প্রয়োজনে দো-ভাষীর সাহায্য নিয়ে রোগীর ভাষা বুঝতে হবে। তাদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম ক্যান্সার চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হতে পারে। নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি নির্মাণকাজের দায়িত্বপ্রাপ্তদের ধন্যবাদ জানান।

***২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা বলেন, এই হাসপাতালটি দ্বারোদঘাটনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার চিকিৎসা জগতে যুক্ত হলো একটি নতুন পালক। তিনি বলেন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক ক্ষেত্রেই ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব। আমাদেরকে এই রোগ সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে। অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এই অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায় নতুন দিশা দেখাবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরাকে একটি মেডিক্যাল হাব হিসাবে গড়ে তোলার যে প্রয়াস নিয়েছেন তা পূরণের ক্ষেত্রে এই ক্যান্সার হাসপাতালটি অন্যতম ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, রাজ্যের রোগীদের বহির্রাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা করতে বহু ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। এই হাসপাতালটি গড়ে তোলার কারণে রাজ্য, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ থেকেও ক্যান্সার রোগীরা চিকিৎসা করাতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আরও বেশী আন্তরিক হতে আহ্বান জানান। তিনি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করেন। প্রশংসা করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একের পর এক জনকল্যাণমুখী কাজের। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে গরীব পরিবারগুলি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সম্প্রতি ঘোষিত ‘আয়ুষ্মান ত্রিপুরা’ স্বাস্থ্য প্রকল্পের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ৮৪,০০০ গরীব পরিবার এই প্রকল্পের সুযোগ পাবে, এটা অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রয়াসে নির্ধারিত সময়ের আগেই এই হাসপাতালটি চালু করা গেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশীষ বসু বলেন, ১৯৭৫ সালে এই হাসপাতালটি নির্মাণের জন্য কাজকর্ম শুরু হলেও, মূলত ১৯৮০ সাল থেকে ৫০টি শয্যা নিয়ে আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৫ সালে রেডিওথেরাপীর ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৮ সালে হাসপাতালটিকে রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এই হাসপাতালটিকে অত্যাধুনিক চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ১২০ কোটি টাকার প্রজেক্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। ২০১৪ সাল থেকে এই হাসপাতালের আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ হতে থাকে। তিনি জানান, রাজ্যে প্রতিবছর প্রায় ২৫০০ ক্যান্সার রোগী চিহ্নিত হচ্ছেন। তার মধ্যে প্রতিবছর ১২০০ রোগীকে রেডিওথেরাপী দেওয়া হচ্ছে। নিবনির্মিত আটতলা এই হাসপাতালে ক্যান্সার রোগের সাতটি বিষয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। তিনি জানান, Radiation Oncology, Surgical Oncology, Medical Oncology, Palliative Care, Laboratory Services, Imaging Services and Preventive Oncology এই সাতটি বিষয়ে চিকিৎসা দেওয়া হবে। বর্তমানে ১৬ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। অতিশীঘ্রই সুপার স্পেশালিটি বিভাগগুলিতে আরও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও টেকনিক্যাল কর্মী নিয়োগ করা হবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. পি কে মজুমদার। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রেখা মালাকার দাস। তিনি একজন ক্যান্সার রোগী। এই হাসপাতালে চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি সুস্থ হয়েছেন। অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্যের মাধ্যমে উনার রোগ সম্পর্কে বলেন। চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় বর্তমানে তিনি সুস্থ বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব হাসপাতালটির নবনির্মিতভবনের দ্বারোদঘাটন করার পর পেট-সিটি, সিটি-স্ক্যান, এম আর আই, অপারেশন থিয়েটার, বহির্বিভাগ ইত্যাদি পরিষেবা কেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখেন। তিনি অন্তর্বিভাগের ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন ও তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। উল্লেখ্য নবনির্মিত এই হাসপাতালটি ও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ১০৭ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আধিকারিক, চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

*****